জাতির উদ্দেশে ভাষণ

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা
ড. ফখরুদ্দীন আহমদ

ঢাকা, শনিবার, ১২ জানুয়ারী, ২০০৮ইং, ২৯ পৌষ ১৪১৪ বাং

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী,

আসসালামু আলাইকুম।

আমি প্রথমেই গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের কালজয়ী জাতীয় নেতৃবৃন্দ, মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা ও বীর শহীদানের কথা, যাঁদের চরম আত্মত্যাগ ও অসামান্য অবদানের ফলে বাংলাদেশ আজ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে জাতির এক ক্রান্তিলগ্নে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে আমি শপথ নিয়েছিলাম। বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে, দেশের মানুষের সুখ, সমৃদ্ধি ও গণতান্ত্রিক বিকাশ সমুন্নত রাখার স্বার্থে আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম।

অমসৃণ ও বন্ধুর পথে অগ্রসর হয়ে আমরা একটি বছর পাড়ি দিয়েছি। এই এক বছরে সরকারের যুগান্তকারী কার্যক্রম পরিচালনায় আপনারা যেভাবে সহযোগিতা ও নৈতিক সমর্থন জুগিয়েছেন, ঠিক একইভাবে আগামী সময়টুকুতে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করে যাবেন বলে আমি আশা করি।

আপনারা জানেন, গত সপ্তাহে আমি উপদেষ্টা পরিষদ পুনর্বিন্যাস করেছি। পাঁচজন উপদেষ্টা পদত্যাগ করেছেন এবং তাঁদের স্থলে পাঁচজন নতুন উপদেষ্টা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি কয়েকজন স্পেশাল এ্যাসিস্ট্যান্টও নিয়োগ পেয়েছেন। এই পরিবর্তনে সামগ্রিকভাবে সরকার পরিচালনায় উদ্যম ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমি মনে করি।

কী অরাজক ও সহিংস পরিস্থিতিতে দেশে জরুরী অবস্থা জারী এবং আমাদেরকে এই কঠিন দায়িত্ব নিতে হয়েছিল, সেটা আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে। জাতির উদ্দেশে দেয়া আমার প্রথম ভাষণে আমি তাই বলেছিলাম, রাজনৈতিক ও সামাজিক সুস্থিতি, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা সমুন্নত রাখা ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন এবং দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির চাকাকে সচল রাখা হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ। আমি বলেছিলাম, আমাদের ভবিষ্যতকে করতে হবে আরো আলোকিত, আরো কর্মমুখর। আমাদের অর্জন কী হয়েছে, আপনারাই তা যাচাই করবেন।

প্রিয় দেশবাসী,

প্রথমেই আমি বর্তমান সময়ের সবচেয়ে উদ্বেগপূর্ণ ও সমস্যা-সঙ্কুল দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির বিষয়টি আলোচনা করতে চাই। সামগ্রিকভাবে চাল, তেল, গম এবং কিছু নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তা দেশের নাগরিকদের জন্য, বিশেষ করে সীমিত আয়ের মানুষের জন্য এক দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। একই বছর দু-দুটো বৃহদাকারের বন্যা এবং প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' বহুবিধ ক্ষয়-ক্ষতির পাশাপাশি খাদ্য-উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। এর ফলে খাদ্য ঘাটতি হবে প্রায় ১৫ লক্ষ টন। এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমরা যে সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছি সেটা আপনারা দেখেছেন। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে চালের দাম নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। গমের দাম এক বছরে দ্বিগুণ হয়েছে। এক ব্যারেল পেট্রোলের দাম এক'শ ডলার ছুঁয়েছে।

পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমরা গত মাসে সরকারিভাবে জরুরী ভিত্তিতে দশ লাখ টন চাল আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এর মধ্যে সাড়ে তিন লাখ টন চাল আমদানির চুক্তি সই হয়ে গেছে। ভারত থেকে পাঁচ লাখ টন চাল আমদানির ব্যবস্থা চূড়ান্ত করতে এক উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল বর্তমানে দিল্লীতে আছেন। থাইল্যাণ্ড হতে এক থেকে দুই লক্ষ টন চাল আমদানির জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ভিয়েতনাম থেকে চাল আমদানির বিষয়টিও আলোচিত হচ্ছে।

চালের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে সরকার গত ৯ জানুয়ারী থেকে দেশের প্রতিটি শহরে ওএমএস বা খোলা বাজারে চাল বিক্রি শুরু করেছে। এছাড়াও ঢাকায় বিডিআর-এর ন্যায্যমূল্যের দোকানে চাল বিক্রি আগে থেকেই চালু ছিল। দারিদ্র্য-প্রবণ জেলায় যারা দারিদ্র্য-সীমার সর্বনিম্নে অবস্থান করেন তাদের জন্য এমাস থেকে ৬ লক্ষ ভিজিএফ কার্ডে চাল দেয়া শুরু হয়েছে। সিডর উপদ্রুত এলাকায় প্রায় ২৬ লক্ষ ভিজিএফ কার্ডধারীকে গত ডিসেম্বর মাস হতে চার মাসের জন্য চাল অনুদান দেয়া হচ্ছে। ইতিপূর্বে সেপ্টেম্বর-২০০৭ হতে ডিসেম্বর-২০০৭ পর্যন্ত টানা চার মাস সারা বাংলাদেশে ৫৮ লক্ষ মানুষকে ভিজিএফ কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। এছাড়াও কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টেস্ট রিলিফ চালুর জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এসব কার্যক্রম, বিশেষতঃ ওএমএস শুরু করার ফলে বাজারে চালের দাম কমতে শুরু করেছে। পত্র-পত্রিকায় এ বিষয়ে খবর প্রচারিত হয়েছে। সরকার বাজার মনিটরিংও জোরদার করেছে। আমি আশা করি, স্থানীয় বাজারে চালের দাম অচিরেই স্থিতিশীল হবে।

তবে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, দ্রব্যমূল্য সহনশীল পর্যায়ে রাখতে হলে কৃষিকে অগ্রাধিকার দেয়ার কোনো বিকল্প নেই। আগামী বোরো মৌসুমে সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। গত তিন বছরের কোনো বছরেই ২৫ লক্ষ টনের চেয়ে বেশী ইউরিয়া সার ব্যবহৃত হয়নি। বর্তমান সরকার বিপুল পরিমাণ সার আমদানিসহ ২৮ লক্ষ টন সার সরবরাহের পদক্ষেপ নিয়েছে। এক কেজি ইউরিয়া সার আমদানিতে সরকারের ব্যয় হয় ৩১ টাকা। আর ১ কেজি সার বিক্রি করা হচ্ছে মাত্র ৫ টাকা ৩০ পয়সায়। বাজেটে চাপ পড়লেও সরকার সার বাবদ কৃষককে এক বিরাট অংকের ভর্তুকি দিচ্ছে। সার যাতে ন্যায্য-মূল্যে সময়-মতো পাওয়া যায় সেজন্য এবছর ১৪ হাজার কেন্দ্র থেকে কৃষক সার কিনতে পারবে, যা পূর্ববর্তী বছরের প্রায় তিনগুণ। উচ্চ ফলনশীল বীজের জন্য ইতিমধ্যে বীজতলা তৈরি হয়েছে। গত বছর পৌনে চার লক্ষ হেক্টর জমিতে উচ্চ ফলনশীল বীজ তৈরি করা হয়েছিল। এ মৌসুমে উচ্চ ফলনশীল বীজতলার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে সাড়ে বার লক্ষ হেক্টর। সেচের জন্য নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো হবে। সেচ মৌসুমে কৃষকদের জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহে আমরা বদ্ধপরিকর। ধানের দাম বাড়ায় কৃষক বোরো ধান চাষে বেশী উৎসাহী হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এসকল বাস্তবতার নিরিখে আগামী মৌসুমে বোরো-ধান উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা আশা করছি।

কৃষি খাতে গবেষণার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে সরকার এই প্রথমবারের মতো ৩৫০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রেখেছে। দীর্ঘ-মেয়াদে কৃষিখাতের টেকসই উন্নয়নে এই গবেষণা মূল্যবান অবদান রাখবে বলে আমরা আশা করছি।

গত বছর বন্যা-পরবর্তী পরিস্থিতি কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে না করতেই এসেছিল বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় সিডর। ভয়াবহতার দিক হতে এই ঘূর্ণিঝড়টি ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের চেয়ে মারাত্মক হলেও সরকারের বিভিন্ন সতর্কতা ও পূর্ব-প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপের ফলে ক্ষয়ক্ষতি, বিশেষতঃ প্রাণহানি, যথেষ্ট কম হয়েছে। সাইক্লোন-উত্তর পরিস্থিতি দ্রুততার সাথে মোকাবেলার উদ্দেশ্যে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার আগেই আমার সভাপতিত্বে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। তবে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যেভাবে দেশের স্বচ্ছল মানুষ, সংগঠন এবং বিদেশী সরকার ও সংস্থা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে সরকারি কার্যক্রমে সহযোগিতা করেছেন, সেজন্য আমি তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সিডর-পরবর্তী ত্রাণ কার্যক্রম প্রথম ক'দিন, বিশেষতঃ রাস্তাঘাট ও ফেরী ব্যাপকভাবে ধ্বংস হওয়ায়, কিছুটা শ্লথ ছিল। তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হেলিকপ্টারযোগে ও নৌপথে ত্রাণ পৌঁছানো সম্ভব হয়েছিল। এবারের বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনায় দুর্নীতি হয়নি বললে অত্যুক্তি হবে না। সিডরের পর পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাবের আশংকা অনেকেই

করেছিলেন। তবে জনগণ, সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন এবং এনজিওদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা তা প্রতিরোধে সক্ষম হয়েছি।

প্রিয় দেশবাসী,

দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই বর্তমান সরকার একটি গ্রহণযোগ্য, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সকল পক্ষের জন্য সমতলভূমি তৈরির প্রয়াস চালিয়ে আসছে।

আমি সুস্পষ্টভাবে আবারও বলতে চাই নির্বাচন কমিশন রচিত রোডম্যাপ অনুযায়ী ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে, এবং সম্ভব হলে তার আগেই সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমরা বদ্ধপরিকর। এ-নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোনো অবকাশ নেই।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা জানেন, সম্পূর্ণ নির্দলীয় ও জনগণের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে আমরা নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করেছি। পুনর্গঠিত কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত সংশোধিত আইন ও বিধিমালার খসড়া প্রস্তুত করেছে, যা শীঘ্রই চূড়ান্ত করা হবে। ইতিমধ্যে তারা সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম, পেশাজীবী সংগঠন ও সবশেষে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে মতবিনিময় প্রায় শেষ করে এনেছে। আলোচনার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আমরা রাজধানী ঢাকায় ঘরোয়া রাজনীতির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছি। আমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে নির্বাচন কমিশনের আলোচনা শেষ হওয়ার পর পরই নির্বাচনী আইন ও বিধি-বিধানের সংস্কার চূড়ান্ত করা হবে।

নির্বাচন কমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশব্যাপী ছবিসহ ভোটার-তালিকা প্রণয়নের কাজ এখন দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। দুই কোটি ভোটারের ছবিসহ নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন গত সপ্তাহে জানিয়েছে। সশস্ত্রবাহিনীর সহায়তায় পরিচালিত এই কার্যক্রমে জাতীয় পরিচয়পত্রও প্রদান করা হচ্ছে, যা এই অঞ্চলের জন্য এক নজিরবিহীন ঘটনা। কমিশনের কার্যক্রমে সরকার কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করছে না এবং প্রয়োজনে সব ধরনের সহায়তা দিয়ে আসছে। তাছাড়া কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ও প্রশাসনিক স্বাধীনতা প্রদানের বিষয়েও সরকার তার আন্তরিকতা প্রদর্শন করে এসেছে। এ উদ্দেশ্যে একটি আইনের খসড়া বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা জানেন, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ছত্রিশ বছরের অস্তিত্বের পর সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা গত পহেলা নভেম্বর থেকে দেশের বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করেছি। দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এদিনটি তাই বাংলাদেশের ইতিহাসে মাইল-ফলক হিসেবে থেকে যাবে। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের কথা বারংবার বলা হলেও, ক্ষমতায় গিয়ে তারা কখনোই তা বাস্তবায়ন করেনি।

প্রিয় দেশবাসী,

দেশে সুশাসন কায়েমের জন্য সরকার বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, তথা নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ইত্যাদিকে পুনর্গঠন করেছে। সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিবর্গকে এসকল প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এসব সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের প্রক্রিয়াও চলমান আছে। পাশাপাশি নেয়া হচ্ছে বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ।

দেশে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমরা বহুমুখী উদ্যোগ নিয়েছি। পুলিশসহ সরকারি সেবাদানকারী সংস্থাগুলোর সেবায় গুণগত মানোন্নয়ন ঘটাতে সিটিজেনস চার্টার, সার্ভিস স্ট্যাণ্ডার্ড, মডেল থানা, ওয়ান-স্টপ সার্ভিস, সাপোর্ট সেন্টার, ইত্যাদি চালুর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। পাসপোর্ট ডেলিভারির প্রক্রিয়াও দ্রুততর ও সময়োপযোগী করা হয়েছে। অচিরেই তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আরো সংস্কার আনা হবে।

আমরা সরকারি বিধি-বিধান যুগোপযোগী করার উদ্যোগ নিয়েছি। প্রশাসন, অর্থনীতি ও বাণিজ্য খাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে নিয়ে গঠিত হয়েছে রেগুলেটরি রিফর্ম কমিশন। এই কমিশন প্রচলিত বিধি-বিধান পর্যালোচনা করে সেগুলো সংশোধন ও হালনাগাদ করবে। এর মূল লক্ষ্য হবে সময়-কাঠামো সুনির্দিষ্ট করা এবং কাজের পদ্ধতি সহজ ও দ্রুততর করা। এতে সরকারি কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বেসরকারি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম সহজতর হবে।

ব্যবসায়ীরা যাতে জাতীয় অর্থনীতিতে আরো বেশী মাত্রায় অবদান রাখতে পারে, সেজন্য আমরা সম্প্রতি 'বেটার বিজনেস ফোরাম' গঠন করেছি। ফোরামের অধীনে পাঁচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে, যার যৌথ নেতৃত্বে থাকছেন সরকারি ও বেসরকারি খাতের একজন করে প্রতিনিধি। এই ফোরাম বিনিয়োগ, ব্যাংকিং, ভৌত অবকাঠামো, সামষ্টিক অর্থনীতি, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করবে।

দেশে মানবাধিকার নিশ্চিত করতে সম্প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন জারী হয়েছে। শীঘ্রই এই কমিশন গঠিত হবে। তাছাড়া সরকার দেশে মৌলিক নাগরিক অধিকার এবং ভোক্তাদের তথ্য জানার অধিকার আরো সুসংহত করতে অচিরেই ভোক্তা অধিকার ও তথ্য জানার অধিকার বিষয়ক দু'টি আইন প্রণয়ন করবে। এ বিষয়ে ইতিপূর্বেই আমি আমার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছি।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা জানেন, বর্তমান সরকার অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে শুরুতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। অবস্থান-নির্বিশেষে দুর্নীতিবাজদের বিচারের সম্মুখীন করতে আমরা সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছি। যতো উচ্চাসনেই থাকুন না কেন, এক্ষেত্রে কাউকেই ছাড় দেয়া হয়নি। প্রচলিত আইন ও বিচার-ব্যবস্থার আওতায় তাদের বিচার করা হচ্ছে। এক বছর আগে সম্ভবতঃ কেউ এটা কল্পনাও করতে পারেনি।

দেশে দুর্নীতি দমনে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে আমরা দুর্নীতি দমন কমিশন পুনর্গঠন করে এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো মজবুত করার পদক্ষেপ নিয়েছি। কমিশনকে কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন ও অর্গানোগ্রামের অনুমোদন, দক্ষ জনবল নিয়োগ, ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক কাজও গত এক বছরে সম্পন্ন হয়েছে। দুর্নীতি মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছে। প্রচলিত আইনে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের বিচার এবং রায়-প্রদানও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

আমরা দায়িত্ব নেয়ার পর পরই দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছি। এই কনভেনশনে স্বাক্ষর প্রদান আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। আমরা দুর্নীতিবাজদের বিচার ছাড়াও দুর্নীতি দমনের জন্য মধ্যম-মেয়াদী কৌশলপত্র ও কার্যক্রম প্রণয়ন করছি।

প্রিয় দেশবাসী,

সরকার দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরকে আধুনিক ও গতিশীল করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। বিভিন্ন অসাধু চক্রের জিম্মিদশা থেকে মুক্ত করে চট্টগ্রাম বন্দরকে একটি ব্যবসাবান্ধব বন্দর হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। আগের তুলনায় এখন চট্টগ্রাম বন্দরের দক্ষতা ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জাহাজের গড় অবস্থানকাল পূর্বের ১১ দিন থেকে হ্রাস পেয়ে এখন ৩ দিনে নেমে এসেছে।

গত অর্থবছরে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তেলসহ আমদানিকৃত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও শিল্প ও সেবা খাতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির কারণে ৬.৫ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রপ্তানি বৃদ্ধির হার ছিল ১৬ শতাংশ। বর্তমান অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হলেও অক্টোবর মাসে রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে উর্ধ্বমুখী হয়েছে। রপ্তানিকারকরা আশা করছেন যে আগামী মাসগুলোতে রপ্তানি খাতের পুরানো গতিশীলতা ফিরে আসবে।

২০০৭ সালের জুলাই মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ৬ মাসে দেশের ইপিজেড'গুলোতে বিদেশী বিনিয়োগ বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশী - ১৩৫ শতাংশ। আর এই ছয় মাসে কৃষিঋণ বিতরণ বেড়েছে ৬১ শতাংশ হারে - যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়কালে শিল্পখাতে ঋণের পরিমান বেড়েছে ৪২ শতাংশ। গত অর্থবছরে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছিল ২৫ শতাংশ। বর্তমান অর্থবছরের প্রথম চার মাসে মূলধনী দ্রব্যাদি আমদানি সামান্য নিম্নমুখী হলেও ইন্টারমিডিয়েট পণ্য এবং শিল্পের কাঁচামাল আমদানি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের ব্যাপারে এই সূচকগুলো ইতিবাচক ইঙ্গিত বহণ করে।

সাম্প্রতিককালে সরকারের দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উদ্যোগের ফলে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ ক্রমেই বেড়েছে। ২০০৬ সালে যেখানে ছাড়প্রত্র পাওয়া বিদেশগামী কর্মীর সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৮১ হাজার, সেখানে ২০০৭ সালে এই সংখ্যা ৮ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে।

দেশে প্রবাসীদের অবদান ও ভূমিকাও এখন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিটেন্স এই প্রথমবারের মতো এবছর ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে। আর গত ডিসেম্বরে রেমিটেন্স এসেছে ৬৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা মাসিক ভিত্তিতে এযাবত সর্বোচ্চ। বাংলাদেশী শ্রমিকদের কল্যাণে সরকার দক্ষিণ কোরিয়া, ওমান ও কাতারসহ বিভিন্ন দেশের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষা সহজতর হবে।

বর্তমানে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমান অব্যাহতভাবে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের উপরে আছে, যা সর্বকালের রেকর্ড। পুঁজি বাজারে লেনদেনের ক্ষেত্রেও সাম্প্রতিক সময়ে রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া সরকার ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতের সংস্কার প্রক্রিয়াও অব্যাহত রেখেছে।

প্রিয় দেশবাসী,

সরকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ নিচ্ছে। পদ্মা-সেতু নির্মাণের জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে অর্থ-সংস্থানের প্রতিশ্রুতি আদায় করে জমি অধিগ্রহণ এবং নকশা প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। বিদ্যমান ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রামের মধ্যে দ্রুত যাতায়াতের জন্য দ্বিতীয় মহাসড়ক বা এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের উদ্যোগও নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে ২৫ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের জন্য ইতোমধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে যানজট নিরসনের জন্য সরকার পাতাল-রেল নির্মাণেরও উদ্যোগ নিয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

বিগত বছরগুলোয় দেশে বিদ্যুতের চাহিদা উচ্চহারে বাড়লেও সে-অনুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে আমরা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়েছি। এর সুফল ইতোমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। গত জানুয়ারি মাসে গড় বিদ্যুৎ-উৎপাদন যেখানে ২৮০০ মেগাওয়াট ছিল, সেখানে বর্তমানে গড়ে এখন প্রায় ৩৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। আপনারা জানেন, বিদ্যুৎ উৎপাদন সহসা বৃদ্ধি করা যায় না। আমরা তাই দ্রুততার সাথে প্রকল্প ও দরপত্র অনুমোদন করার বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছি। বিগত বছরগুলোতে এই কাজগুলো একেবারেই স্থবির হয়ে গিয়েছিল।

গত বছর নতুন উৎপাদন ক্ষমতা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুনর্বাসনের মাধ্যমে যুক্ত হওয়া উৎপাদন সাশ্রয়, এবং ক্যাপটিভ পাওয়ার পলিসির অধীনে দেশে প্রথমবারের মতো বিদ্যুৎ প্রাপ্তির ফলে বিতরণের জন্য মোট প্রায় ৪৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ বেড়েছে। আর আগামী জুনের মধ্যে জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হবে অতিরিক্ত ৪০০ মেগাওয়াট।

২০০৭ সালে ১০৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা সম্পন্ন ২৪টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এর বাইরে আরো কয়েকটি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের দরপত্র প্রক্রিয়া এখন বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি খাতে এ প্রকল্পগুলোর সর্বমোট উৎপাদন ক্ষমতা হবে ২০০০ মেগাওয়াট। আমরা আশা করছি, বছর শেষের আগেই এ প্রকল্পগুলোর দরপত্র প্রক্রিয়ার

সফল সমাপ্তি ঘটবে। বর্তমান সরকারের সীমিত মেয়াদে এধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। তবে গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলে আগামী দু-তিন বছরের মধ্যে বিদ্যুতের চাহিদা ও সরবরাহে আর ঘাটতি থাকবে না।

প্রিয় দেশবাসী,

গত এক বছরে সিভিল প্রশাসনের সহায়তায় দেশ পরিচালনায় ও দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের দেশপ্রেমিক সশস্ত্রবাহিনী যে সহায়তা দিয়ে আসছে তা বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। বর্তমানে তারা বিশেষতঃ গুরুতর অপরাধ, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমন এবং বন্যার্ত ও ঘূর্ণিঝড় আক্রান্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে তাৎপর্যপূর্ণ সহায়তা দিচ্ছে। তাছাড়া ছবিসহ ভোটার-তালিকা প্রণয়নেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক সহায়তাদানের ব্যাপারে সশস্ত্রবাহিনী অত্যন্ত আন্তরিক। তাদের এই দেশপ্রেমিক, পেশাদারী ও সুশৃঙ্খল ভূমিকা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

প্রিয় দেশবাসী,

বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। গতবছর উদযাপিত সকল ধর্মীয় উৎসবেই আমরা পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি। কোনো ধর্মীয় স্থাপনাতেই ব্যাঘাত সৃষ্টির সুযোগ দেয়া হয়নি। এর ফলে বিশেষতঃ দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে ধর্মীয় আচার ও উৎসব পালনে সমর্থ হয়েছে। একটি উদারপন্থী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সুনাম আজ ক্রমেই বাড়ছে।

প্রিয় দেশবাসী,

বয়সে তরুণ হলেও বাংলাদেশ এক গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতা ও ঐতিহ্যের অধিকারী। ২০০৮ সাল আমাদের জন্য ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বছর। কেন না জনগণ ও সরকারের আকাঙ্খা অনুযায়ী একটি নির্ধারিত রোড-ম্যাপ অনুসরণ করে আমরা সত্যিকারের গণতন্ত্রে উত্তরণ ঘটাবো। বিশ্বের ইতিহাসে এধরনের স্বতঃস্ফূর্ত উত্তরণ বিরল। কিন্তু আমরা সেটাই করতে যাচ্ছি। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, গণতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই।

ঢাকার বাইরে সারা দেশে ঘরোয়া রাজনীতির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়টি আমরা বিবেচনা করছি। তাছাড়া প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে জরুরী অবস্থা শিথিল বা প্রত্যাহারের বিষয়টিও আমরা বিবেচনা করবো। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সরকারের সংলাপ অনুষ্ঠানের বিষয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গত পরশু সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা শীঘ্রই এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেব।

আমি আশা করি, রাজনৈতিক দলগুলো এই পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করে নিজেদেরকে গণতন্ত্র-সম্মত, দুর্নীতিমুক্ত করে গড়ে তুলবেন। এবং তা যত শীঘ্র হয় ততোই মঙ্গল। আমরা আশা করবো, সরকার, নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলো পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে গণতন্ত্রে উত্তরণের একটি সুবিন্যস্ত রাজপথ প্রস্তুত করবেন।

প্রিয় দেশবাসী,

আমি আপনাদেরকে এখানে সুস্পষ্টভাবে জানাতে চাই কোনো রাজনৈতিক দল বা শক্তি আমাদের প্রতিপক্ষ নয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এ-বছরের শেষ নাগাদ আমরা দেশে বহুত্ববাদী এমন এক ব্যবস্থা কায়েম করতে পারবো যাতে বাংলাদেশের সাড়ে চৌদ্দ কোটি মানুষের আশা-অকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটবে। এটা হবে এমন এক ব্যবস্থা যা জনমতের শক্তির উপর নির্ভর করে টিকে থাকবে। সত্যিকারের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সুরক্ষার জন্য আমরা যেসব নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি বা শক্তিশালী করেছি, এক্ষেত্রে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা জানেন, রাষ্ট্রের এক সঙ্কটকালে আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। এখানে আমার নতুন কিছু চাওয়ার বা পাওয়ার নেই। আমি নিঃস্বার্থভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি। তবে দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমি এখানে আমার কিছু ব্যক্তিগত প্রত্যাশার কথা তুলে ধরতে চাই। আপনাদের মতো আমিও চাই না এদেশ আবার ১১ জানুয়ারীর পূর্ববর্তী নৈরাজ্যের ঘোরে নিপতিত হোক। আমি দেখতে চাই রাষ্ট্রের সকল স্তরে সংস্কারের মাধ্যমে জবাবদিহিতা ও গণতান্ত্রিক ধারা কায়েম হয়েছে। আমি দেখতে চাই, ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে বাংলাদেশের সুনাম বিশ্ব-সভায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আপনাদের মতো আমিও দেখতে চাই এমন এক রাজনৈতিক ও সরকার পদ্ধতি যার প্রধান কাজ হবে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা। সরকার হবে জনগণের সেবক। আগামী বছরের এই দিনে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত তেমন একটি সেবাধর্মী সরকার দেখতে চাই। যা পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমি দেখতে চাই দারিদ্র্যমুক্ত হয়ে আগামী দেড় দশকে বাংলাদেশ পরিণত হবে একটি মধ্যম আয়ের দেশে।

প্রিয় দেশবাসী,

আসুন, রাজনৈতিক দলসহ দেশের সকল মানুষ মিলে আমরা সকল পর্যায়ে সৎ, যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করি। আপনাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী আমরা অবশ্যই এবছর সর্বজনগ্রাহ্য এবং সন্ত্রাস, পেশী-শক্তি, কালো টাকা ও অস্ত্রের প্রভাবমুক্ত নির্বাচনের ব্যবস্থা করবো ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে, জাতির গণতান্ত্রিক উত্তরণে ২০০৮ সাল হোক এক অবিস্মরণীয় বছর, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং নতুন বছরে দেশবাসীর অব্যাহত সুখ, অনাবিল শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

আল্লাহ হাফেজ।

.....